সংবাদ

তারিখ 1 1 OCT 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তিযুদ্ধ : অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা এবং শিশুদের ওপর তার প্রভাব

তানিয়া রোখসানা

রাজধানীর মণিপুর স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি পরীক্ষা দিতে এসেছে তাসরিফ হোসেন (৫)। সে এসেছে তার মায়ের সঙ্গে। মা তাকে অনবরত বুঝিয়ে চলেছেন। ঠিকমতো লিখবে। প্রশ্নগুলো ভালভাবে পড়বে। কোন ভুল যেন না হয়। কিন্তু তাসরিফ তার মায়ের কথা কতটা শুনছে বা বুঝছে তা বোঝা যাচ্ছে না। সে দেখছে চারপাশ। এক পর্যায়ে সে বলল, মা চকলেট কিনে দেবে।

১ম শ্রেণীর ভর্তি পরীক্ষা চলছে ভিকারুননেছা নুন স্কুলেও। স্কুলের পাশে ফুটপাতে উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে বসে আছেন পরীক্ষার্থীদের অভিভাবকরা। তাদের মধ্যে মিসেস জাহানারা আলীর সঙ্গে কথা বলতে তিনি বললেন 'এক বছর ধরে মেয়েকে একটি কোচিং সেন্টারে পড়িয়েছি। মনেপ্রাণে চাইছি মেয়েটা যেন কোন ভাল স্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু যে হারে প্রতিযোগিতা চলছে তাতে ভয় হচ্ছে। এই স্কুলে চারটি শাখায় ১ হাজার ২৬০টি আসনের বিপরীতে ১০ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। আর এদের মধ্যে আমার মেয়ে টিকবে কি না কে জানে।' এমন সময় দেখা গেল স্কুলের দোতালার একটি রুম থেকে একটি মেয়ে বের হয়ে এসে গ্রিল ধরে মা মা বলে ডাকছে এবং কাঁদছে, জাহানারা আলী উদ্বিগ্ন চোখে দেখলেন এবং বললেন, এত বোঝানোর পরও বোঝে না।

ধানমন্ডি গভঃ বয়েজ স্কুলের ভর্তির ফর্মের জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েছেন অভিবাবকেরা। ছেলেকে ভর্তির আশায় ইসরাত জাহানও দাঁড়িয়েছেন তাদের সঙ্গে। তিনি বললেন, 'ছেলেকে একটি ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য, ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে নিজের চাকরিটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছি। অবিরত শ্রম ও মেধা ব্যয় করে চলেছি। তবুও হতাশ হতে হচ্ছে।' তিনি বললেন, ইতোমধ্যে তার ছেলে জিসান বেশকয়েকটি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বিফল হয়েছে। অবশেষে এই স্কুলের গ্রুপভুক্ত সরকারি স্কুলগুলোর ২ হাজার ৩৪৫টি আসনের বিপরীতে ১৫ হাজার ৭৪৪ জন ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে এবং এদের মধ্যে তার ছেলে জায়গা করে নিতে পারবে কি না তা নিয়েই তিনি চিন্তিত।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক মাহাবুবা নাসরীন বললেন, 'আজকালকার মা-বাবা অত্যন্ত সচেতন। প্রত্যেকে তাদের সন্তানকে দেখতে চায় একটি ভাল অবস্থানে। আর ভর্তি পরীক্ষা হলো তাদের স্বপ্নপূরণের প্রথম ধাপ। তাই সন্তানের জীবনের একদম শুরু থেকেই শুরু হয় এই ভর্তিযুদ্ধ। প্রথমে স্কুল তারপর কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এই ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দরকার যথেষ্ট প্রস্তুতি। খুব স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে এই বাচ্চাগুলো যাদের বয়স ৪-৭ বছর তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতার বোধটাই সেভাবে গড়ে ওঠে না। কিন্তু তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয় এই গুরুদায়িত্ব।' তিনি আরও বললেন 'ভাল একটি স্কুলে ভর্তি হওয়ার পেছনে সন্তানের ভাল রেজাল্টের পাশাপাশি বাবা-মার সামাজিক অবস্থানের রোধটাও কাজ করে। আমার ছেলে একটি নামকরা স্কুলে পড়ে এরকম বলতে কার না সাধ হয়।'

ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে একটি স্বনামধন্য সরকারি স্কুলের শিক্ষক মালেকা খাতুন বললেন, 'শুধু আমাদের স্কুলেই নয় ঢাকায় ২৪টি সরকারি স্কুলে ৪৮ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী এবার ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। শুধু ১ম হতে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ৮ হাজার শূন্য আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থীরা ভর্তিযুদ্ধে অংশ নেবে। যা ক্রমান্বয় অনুসারে ক, খ, গ, ঘ গ্রুপভুক্ত করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী সময়ের বিষয়েও কিছু ফারাক রাখা হয়েছে। এরপরও যে কথাটি বলতে হচ্ছে অভিভাবকদের উদ্দেশে তা হলো, মাত্র অল্পক'টি আসনে অধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থীর সমাগম হওয়ায় অপেক্ষাকৃত চুলচেরা বিচার হবে। যার ফলে অনেককে বাদ পড়তে হবে। কারণ আসন সংখ্যা কম হওয়ায় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমরা কিছুটা পিছিয়ে পড়া মেধাবীদের জায়গা দিতে পারব না।'

জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. মোহিত কামাল বললেন, 'আজকাল অভিভাবকেরা তাদের সন্তানদের ভাল স্কুলে ভর্তির জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন না। কোচিং, ক্লাস, টিউটর কোন কিছুই বাদ দেন না। এছাড়াও অতিরিক্ত যোগ্যতার জন্য গান, নাচ, অঙ্কন শিক্ষা প্রভৃতি তো আছেই। প্রতিযোগিতার এই যুগে সন্তান যেন পিছিয়ে না পড়ে সেই চেষ্টাতেই ব্যস্ত অভিভাবকেরা। কিন্তু এই চেষ্টার ফলে কম বয়সী এসব বাচ্চাদের মানসিক অবস্থা কি হয় বা তাদের উপর কি প্রভাব পরে ভেবে দেখার অবকাশ আমাদের নেই। আপাত দৃষ্টিতে বাচ্চারা অনেক কিছু শিখছে। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা তারা শিখছে না। এত কিছুর চাপে তাদের মানসিক বিকাশ সেভাবে ঘটে না এবং তাদের চিন্তা করার ক্ষমতা কমে যায়। ফলে তাদের মধ্যে ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ম্যানারস প্রভৃতির বোধটাই গড়ে ওঠে না। আজকাল বাচ্চাদের মধ্যে সামাজিকতার অভাব চোখে পড়ে। দেখা যায়, তারা প্রত্যেকে নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। পাশের মানুষটির দুঃখ-কষ্ট তাদের সেভাবে স্পর্শ করে না। কারণ সামাজিক হয়ে ওঠার সময় বা সুযোগ কোনটিই তারা পায় না।'

তিনি আরও বললেন, গ্রাম বা উপ-শহরের সাধারণ মানের স্কুলে পড়ে ছাত্রছাত্রীরা কি যোগ্যতার বলে পরবর্তী সময়ে স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে ঢোকার সুযোগ পাচ্ছেনা। এর তো অনেক প্রমাণ রয়েছে। তাহলে নামকরা স্কুলেভর্তি হতেই হবে এমন তো কোন বাধ্যবাধকতা নেই। শুধুমাত্র মা-বাবার এই আশা পূরণের জন্য একটি বাচ্চার উপর তার বয়সের চাইতে বেশি বোঝা চাপিয়ে দেয়া কেন? অভিভাবকেরা ছেলে-মেয়ের লেখাপড়ার বিষয়ে সচেতন, এটি অত্যন্ত ভাল বিষয়। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে তা যেন তার মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত না করে। কারণ মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠতে শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক গুণাবলীও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. সিরাজুল ইসলাম বললেন, 'ভর্তি সমস্যা এখন অভিভাবকদের কাছে একটি বড় সমস্যা। কারণ ছাত্রছাত্রীর তুলনায় ভাল স্কুলের সংখ্যা কম। কিন্তু প্রত্যেক বাবা-মাই চায় তার সন্তানকে একটি ভাল স্কুলে পড়াতে। যার ফলাফল এই ভর্তিযুদ্ধ। অথচ দেখা যায় যখন এই ভর্তিযুদ্ধ চলছে তখন সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০০৭ সাল পর্যন্ত মোট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭১টি। এগুলোর আসন সংখ্যা ১ কোটি ৬৬ লাখ ৯ হাজার ৮১৯। কিন্তু দেখা যায় যেসব অভিভাবকের সামর্থ্য রয়েছে তারা তাদের বাচ্চাদের অন্যান্য বেসরকারি স্কুলে পড়াতেই বেশি আগ্রহী।

তিনি আরও বললেন, 'সরকারের উচিত এসব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান তথা যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষার পরিবেশ প্রভৃতির উন্নয়ন সাধন করা। যাতে করে অভিভাবকরা আস্থা সহকারে তাদের বাচ্চাদের ভর্তি করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে এখানে আরও একটি সমস্যা রয়ে যাবে। দেখা যায়, অনেক বাবা-মাই তাদের সন্তানকে প্রথমেই এমন স্কুলে ভর্তি করতে চান যেখানে এইচএসসি পর্যন্ত পড়ার সুযোগ রয়েছে। যাতে অন্তত এ পর্যন্ত নিশ্চিত থাকা যায়। এদিক থেকে সমস্যাটা রয়েই যায়। তবে এখানে অভিভাবকদেরও কিছুটা সচেতনতা প্রয়োজন। তাদের বুঝতে হবে, ভাল স্কুল মানেই ভাল রেজাল্ট নয়। কাঙ্ক্ষিত স্কুলে সুযোগ না পাওয়ায় বয়স বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও প্রতি বছর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে।'

নিউজ নেটওয়ার্ক